Journal of One Initiative Research and Development
an international multidisciplinary journal
Vol.: 04 Issue: 02 July-December 2025
ISSN: **2958-2776**

Islam in Establishing Human Values in Family Life

পারিবারিক জীবনে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

Md. Shamsul Alam*

***Professor Md. Shamsul Alam,** PhD, Department of Islamic Studies, Dhaka University, Email: shamsulalam@du.ac.bd

Abstract

This research-based article highlights the significance of humanity and Islamic moral values in family life. In this context, the primary components of family life—marriage and the subsequent marital life—are analyzed, followed by an examination of the relationship between parents and children as a foundation grounded in Islamic values. Additionally, as important elements of family life, the distribution of inheritance and the expression of compassion towards widows are discussed to underscore the humanitarian guidance of Islam. To substantiate Islamic values and ethical directives, the article references the Qur'an and Hadith, illustrating their application in various aspects of family life. Through this analytical presentation of the Qur'an and Hadith, the study demonstrates the relevance and rationality of Islamic injunctions and philosophy in establishing humanistic and moral values within the family.

Keywords: Islamic Moral Values, Family Life in Islam, Marriage and Marital Relations, Parent–Child Relationship, Islamic Ethics

JEL Classification: Z12, D63, J12, K36, A13, Z13

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণামূলক লেখায় পারিবারিক জীবনে মানবিকতা ও ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের প্রধানতম অনুষঙ্গ বিবাহ ও তৎপরবর্তী দাম্পত্য জীবন, পর্যায়ক্রমে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উত্তরাধিকার বন্টন ও বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন প্রসঙ্গেও ইসলামী নির্দেশনার মানবিকতা তোলে ধরা হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ ও মানবিক নির্দেশনা প্রমাণে এ প্রবন্ধে আল কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে দেখানো হয়েছে। এভাবে কুরআন-হাদীসের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনার মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধান ও দর্শনের যোক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

Article Info:
Received: 28 September 25
Accepted: 15 December 25
Research Area: Islamic Studies
Author's Country: Bangladesh
DOI: https://doi.org/10.65626/joird.v4i2a7

১.০ ভূমিকা

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, ভাইবোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত মানব

সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হলো পরিবার। মানব জীবনের যাত্রা থেকেই এই পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। আদি পিতা আদম আ. ও আদি মাতা হাওয়া আ.-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ। পবিত্র আল-কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে,

- وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

অর্থ- *"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছে আহার কর; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে (আল-কুর'আন, ৭:১৯)।"*

এতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানব জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল পারিবারিক সূত্রের পথ ধরেই। যে পরিবারের প্রথম বিন্যাস ছিল স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। তারপর তা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক আদম আ.-এর পরিবার থেকে উৎসারিত হয়েছে অগণিত বনূ আদমের বিন্যস্ত সংসার। তাই প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, পরিবারই সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানব জাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা। মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, যা মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নির্ধারিত নীতি এবং বিধান প্রদান করে। সমাজে শান্তি, সুশাসন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনের প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক নৈতিক ও মানবিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিটি সম্পর্কের পেছনের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও স্নেহের আবেগকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনার মাধ্যমে সুদৃঢ় করেছে। পারিবারিক জীবনের এমন কোন সম্পর্ক বা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের বিধান ও নির্দেশনা অনুপস্থিত। জীবনের এই বিশাল সম্পর্কের জগতে সবকিছুই প্রবন্ধের ছোট কলেবরে নিয়ে আসা দুঃসাধ্য। এমনকি কেবল একটি সম্পর্কের ব্যাপারেও ইসলাম যেসব নির্দেশনা, উৎসাহ, সতর্কবার্তা দিয়েছে তাও আলোচনা করা কষ্টসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়কে সামনে নিয়ে ইসলামের মানবিকতার বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় প্রথমেই আসে দাম্পত্য ও বিবাহ কেন্দ্রিক সম্পর্কের ইস্যু। কেননা বিবাহের মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নর-নারীর সম্পর্ক ইসলাম সুস্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। এমত পরিস্থিতিতে দাম্পত্য জীবনের সূচনা, এর সুদৃঢ় বন্ধন ও শান্তিপূর্ণ বসবাসের নিমিত্তে ইসলাম বিশদ ও সুস্পষ্ট বিধান প্রবর্তন করেছে, যা

প্রতিপালনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবার প্রথার যথাযোগ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে পারে। বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের ধারাবাহিকতায় সন্তানের জন্ম হয়। শুরু হয় পিতা-মাতার ভূমিকা, সাথে সাথে সৃষ্টি হয় নতুন সম্পর্কের; পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। ইসলামে পিতা-মাতার সম্মান এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শুধু একজন মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং তা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। পাশাপাশি সন্তানের অধিকার ও প্রাপ্যকেও সুদর ভাষায় বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, ইসলামে উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বিধবাদের প্রতি সহানুভূতির বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা সমাজে ন্যায় এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। উত্তরাধিকার বণ্টনে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানগুলো মানুষের মধ্যে যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি, অস্থিরতা এবং অমীমাংসিত বিরোধ কমিয়ে আনে। একইভাবে, বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব নৈতিক মূল্যবোধের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে একজন মুসলিমের সঠিক দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা, যাতে মানবতার কল্যাণ ঘটে। এই গবেষণা, ইসলামের মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা কীভাবে সমাজে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নকে কীভাবে সঠিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তা বিশদভাবে আলোচনায় আসবে। ইসলাম ধর্মের শিক্ষাগুলো যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়, তবে সমাজে শান্তি, ন্যায়, সমতা এবং মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে, যা মানব জাতির কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, তা মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম।

২.০ উদ্দেশ্য

এই নিবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে বিশেষ করে বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য, উত্তরাধিকার বন্টন, এবং বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইসলামের আলোকে তুলে ধরা। কেননা ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিক অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে শান্তি, সহযোগিতা ও মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন কর সম্ভব। এছাড়াও, ইসলামী আইনে, বিশেষ করে পারিবারিক ক্ষেত্রে, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রমান উপস্থাপনও এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য, যাতে করে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের যোক্তিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্তমানে আধুনিক সমাজে ধর্মীয় নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা কমে গেছে, ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অস্থিরতা ও বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি দুর্বল

হয়ে পড়েছে, যার ফলে সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অদিকার ও কর্তব্য, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বিধবাদের প্রতি সহানুভূতির বিষয়গুলো খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামিক মূল্যবোধগুলোর গুরুত্ব এবং এসব নীতি বাস্তবায়নে সমাজের উন্নতি কীভাবে সম্ভব, তা বোঝানো হবে। মুসলিম সমাজে এসব নৈতিক আদর্শের প্রয়োগ এবং তাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন সমাজের সামগ্রিক উন্নতির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়াও পারিবারিক জীবন মানব জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার অস্তিত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারে না। আর এটি যেহেতু পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা, দায়িত্ব ও অধিকারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু, এর সার্বিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কেবল আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সুদৃঢ় ভিত্তি। আইনের মাধ্যমে দুজনের সম্পর্ক বাহ্যত টিকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব নির্ভর করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপর। যা বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা অসম্ভব। এক্ষত্রে প্রয়োজন মোটিভেশন, অনুপ্রেরণা ও নৈতিকতার শিক্ষা। ইসলাম পারিবারিক জীবনে এটি নিশ্চিত করেছে। ইসলামের পারিবারিক নির্দেশিনা একাধারে বিধিবদ্ধ আইন এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত রূপ। ফলে এটি যেমন স্থায়ী তেমনই পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পালনে সর্বোতভাবে সক্ষম। এমতাবস্থায় বর্তমান ভঙ্গুর পারিবারিক জীবনের সমাধান হিসেবে ইসলামের এসব নির্দেশনার যথাযথ ও বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন অতীব জরুরী। নিম্নে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের সার্বিক নির্দেশনায় মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থিতির আলোচনা করা হলো।

৩.১ মানব বংশের সম্প্রসারণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ

পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এক আদম আ. থেকে। আল-কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

অর্থ - "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (আল-কুর'আন, ৪:১)।" আয়াতটিতে মানব বংশের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত

করা হয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে- ১. পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সৃষ্টি এক আদম আ. থেকে। ২. হাওয়া আ.-কেও আদম আ. থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩. তারপর এই আদম ও হাওয়া থেকেই পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি (শফী, তা.বি.)। অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

অর্থ - "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন (আল-কুর'আন, ৪৯:১৩)।"

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আজকের বিশ্বময় সম্প্রসারিত অগণন মানব প্রজন্ম, অভিনব আবিষ্কার, রহস্যময় শত শিল্পে সজ্জিত, বলিষ্ঠ সমাজ বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এই সৃষ্টিসৌন্দর্য দয়াময় প্রভুর এক অপার অনুগ্রহ। তিনি দয়া পরবশ হয়ে আদম আ. থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল মানব সংসার। এ তাঁর অসীম কুদরতের বিন্দুবিকাশ। তারপর এক পিতা ও এক মাতার রেহেম সূত্রে গেঁথে দিয়ে সকল মানুষকে করেছেন পরস্পরে অনুগ্রহশীল। পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেঁধে দিয়েছেন দয়া ও মায়ার বাঁধনে। বলা হয়েছে,

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

অর্থ - "আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যেই তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া (আল-কুর'আন, ৩০:২১)।"

৩.২ বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য

সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে সর্বদা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ণ করে। কারণ ইসলাম হল প্রাকৃত ও স্বভাবজাত জীবনাদর্শ। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় বিয়ে। এ কারণেই অনিন্দ্য সুখের বাসর জান্নাতে বসেও যখন আদম আ. অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন তখনই আল্লাহ্ তা'আলা মা হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনীরূপে। নর ও নারীর যুগল বন্ধনে শুরু হলো মানব জীবন। রক্তমাংসে সৃষ্ট এই মানুষের মধ্যে যে প্রভূত যৌনক্ষুধা জমে ওঠে বয়সের পরতে পরতে তা একান্তই বাস্তব। সুতরাং ক্ষুধা

যিনি দিয়েছেন সে ক্ষুধা নিবারণের পথও দেখাবেন তিনিই। আর তা হল বিয়ে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

অর্থ- "তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনক্ষুধাকে অবদমিত (প্রতিবন্ধক স্বরূপ) করে (সহীহ বুখারী, হা নং - ১৯০৫)।"

মানুষ যে খাবার গ্রহণ করে তা থেকে উৎপাদিত শক্তির নির্যাস হলো যৌনক্ষমতা। বিয়ের মাধ্যমে যা যথার্থ প্রবাহিত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বিয়ে করার এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা না রাখে রাসূলুল্লাহ্ স. তাকে রোযা রেখে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দিয়েছেন। কুর'আন কারীমে (২৪:৩২) অনুরূপ আদেশ করে ঘোষণা করা হয়েছে, وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ । অর্থ - *"তোমাদের মধ্যে যে সব পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে সব মেয়ের স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও।"* যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদেরকে দিয়েছেন ধৈর্য ধারণের বিকল্প উপদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَضۡلِهِۦ مِن ٱللَّهُ يُغۡنِيَهُم حَتَّىٰ نِكَاحًا يَجِدُونَ لَا ٱلَّذِينَ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ । অর্থ - *"যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে (আল-কুর'আন, ২৪:৩৩)।"*

সারকথা, খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তাও তেমনই। আর এ কারণেই কুর'আন মাজীদ ও হাদীসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিয়ের আহ্বানকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে-শাদীর মাহাত্ম্যও অসামান্য। আবূ আইউব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ الْحَيَاءُ الْمُرْسَلِينَ سُنَنِ مِنْ أَرْبَعٌ وَالنِّكَاحُ- অর্থ - *"নবী-রাসূলগণের সুন্নাত চারটিঃ লজ্জাবোধ, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিয়ে করা (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৪২১)।"* অপর দিকে বলা হয়েছে, سُنَّتِي مِنْ النِّكَاحُ । অর্থ-*"আমাদের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম হল বিয়ে (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৫৫-৫৬)।"*

বিয়ে-ব্যবস্থা ও পারিবারিক কাঠামো একটি মানবীয় ব্যাপার। এ জন্য ইসলামে বিয়ে ও পরিবার কাঠামোবিরোধী কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী মতাদর্শে সংসারবিমূখ হওয়ার কোন

সুযোগ নেই। বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্য জীবন ইসলামে স্বীকৃত নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ । অর্থ-*"আর সন্ন্যাসবাদ এটাতো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি ওদের বিধান দিইনি (আল-কুর'আন, ৫৭:২৭)।"* রাসূলুল্লাহ্ স. এ প্রসংগে বেশ কয়েকটি কথা বলেছেন, إن الرهبانية لم تكتب علينا । অর্থ-*"আমাদের উপর বৈরাগ্যবাদ লিখে (অপরিহার্য করে) দেয়া হয়নি (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ২২৬)।"* وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام। অর্থ-*"জিহাদ করা তোমার উপর আবশ্যকীয় ব্যাপার। কারণ ওটাই ইসলামের বৈরাগ্যবাদ (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ২৬৬)।"* যারা সোজা পথে উৎরে যেতে চায় এবং সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায় তারাই কেবল বৈরাগ্যবাদ ধারণ করে। এ প্রসংগে ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ কুতুব (১৯৭৮) বলেছেন, "এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম যেমন সন্যাসব্রত পছন্দ করে না, তেমনি এ জীবনে যা কিছু ভাল তার কিছুটা গ্রহণ করতে অনুসারীদের বিরত রাখে না।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী আনাস (রা.) বর্ণনা করেন,

جاء ثلاثةُ رهطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلمّا أُخبِرُوا بها كأنهم تقالُّوها، فقالوا :أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبِه وما تأخر؟ فقال أحدُهم :أما أنا فأصومُ الدَّهرَ فلا أفطرُ، وقال الثاني :وأنا أقومُ الليلَ فلا أنامُ، وقال الثالث :وأنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوَّجُ .فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال» :أَنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللهِ إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أقومُ وأنامُ، وأصومُ وأفطرُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمن رغب عن سنتي فليس مني -

অর্থ-"*রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জীবন সঙ্গিনীগণের খেদমতে এসে তাঁর 'ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তা শোনে তাঁরা যেন একটু কম কম মনে করল, সাথে সাথেই তাঁরা বলে উঠলো, তিনি কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর তো আগ-পর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কোন নারীকে বিয়ে করবো না। অন্যজন বললেন, আমি কখনো গোশত খাবো না। আরেকজন বললেন, আমি আর শয্যা গ্রহণ করে ঘুমাবো না। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, লোকদের কি হলো! তারা এই এই বলে। অথচ আমি নামায আদায় করি, ঘুমাই, রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয় (ইবন মাজা, ১৩৮৫ হি)।"*

সারকথা হল :

ক। বিয়ের মাধ্যমে একজন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে পবিত্র হয়ে ওঠার পথ পায়।

খ। বিয়ে করা সকল রাসূলের সুন্নাত।

 DOI: https://doi.org/10.65626/joird.v4i2a7

গ। বিয়ে করা মহানবী স.-এর আদর্শ।

এক কথায়, বিয়ের পবিত্র ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে বিবাহিত মর্দে মু'মিন। নবীজীর আদর্শের রৌশনীতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার কর্মময় জীবন। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করা যায়। সাহাবী আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, *"কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে (আত তিবরিযি, ১৯৫৬, পৃ. ২৬৮)।"*

মূলত মানবিক প্রাকৃতিক চাহিদার কারণেই মানুষ বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অথচ শরী'আত এটাকে পুরো দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও মানবীয় উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর ওপর। বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে, বিবাহিত ও সংসারী ব্যক্তি এবং অবিবাহিত ও বৈরাগ্য ব্যক্তির মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট পার্থক্য। একজন বিয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব সচেতন হয়, ছোটদের আদর করতে শিখে, সংযমী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তুলনামূলক সামাজিক হয়ে ওঠে। এমনি আরো অনেক মানবীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের কল্যাণকর দিকগুলো ধীরে ধীরে এদের মধ্যে পরিগ্রহ করে। অন্যদিকে বিবাহযোগ্য অবিবাহিত ও বৈরাগ্য ব্যক্তিরা হয়ে থাকে অসহিষ্ণু, অস্থির, বদমেজাজী, নিয়ন্ত্রণহীন, দায়িত্বহীন ও অসামাজিক। এ জন্যই ইসলামে বিয়ের এত গুরুত্ব। অন্য অর্থে বলা যায় মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামে বিয়ের এত বেশী গুরুত্ব।

৪.০ কনে বা পাত্রী নির্বাচনে মূল্যবোধ

আজকাল কোথাও শান্তি নেই। সর্বত্র হাহাকার, অশান্তি আর সন্দেহ বিরাজ করছে। এর অন্যতম কারণ হলো এই যে, মানুষ বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করে বা বিয়ে করে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। অথবা বিয়েতে এমন সব বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয় যা পরিশেষে জীবনকে বিষময় করে তোলে। কনে নির্বাচনে ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ রয়েছে। আজকাল পাত্রী পছন্দ করা হয় উচ্চ বংশ, সৌন্দর্য, ডিগ্রী, চাকুরী ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে। কোন জায়গায় বিয়ে করলে বেশি যৌতুক পাওয়া যাবে বা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হবে সেটিকেই মূল্যায়ণ করা হয়। তাই এত অশান্তি। ইসলামে বিয়ের যে পবিত্র উদ্দেশ্য তা অনেকের বিয়েতেই বর্তমান থাকে না। বিয়েতে দীনদারিকে একেবারেই বিবেচনা করা হয় না। অথচ মহানবী স. দীনদারিকে বেশী গুরুত্ব দিতে বলেছেন। একজন দীনদার ও সতী স্ত্রী যে কতটা কল্যাণকর তা সাময়িক চিন্তায় বুঝা না গেলেও ভবিষ্যতের জন্য তার বিকল্প নেই। তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ

আসে, সন্তান-সন্ততি সৎ ও শিক্ষিত হয়ে থাকে। সংসার সুখের নীড়ে রূপান্তরিত হয়। সংসারের সুখ টাকায় মাপা যায় না। সতী স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ । অর্থ- *"আল্লাহভীতির পর মু'মিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় সৎ স্ত্রীর মাধ্যমে (ইবন মাজা, হা নং ১৮৫৭)।"* যার স্ত্রী অসৎ, অসচ্চরিত্র, বহুগামী সে বুঝতে পারে, অশান্তি কাকে বলে আর জাহান্নাম কি জিনিস?

৫.০ বিয়ের প্রস্তাব প্রদানে মূল্যবোধ

ইসলামের মূল্যবোধের সীমানা এত প্রসারিত যে, সে বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারেও নীতিমালা ঘোষণা করেছে। বিয়েতে পাত্রী কোন পণ্য নয়। তার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। কোন মেয়ের বিয়ে নিয়ে কোন ছেলে পক্ষ আলাপ-আলোচনা করাবস্থায় অন্যদের তাতে ঢুকে পড়া শোভনীয় নয়। হাঁ যদি তারা সরে পড়ে তাহলেই অগ্রসর হওয়া যাবে। মহানবী স. মূলনীতি ঘোষণা করে বলেন, لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ অর্থ- *"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা ছেড়ে যায় (আল-বুখারী, হা নং ৫১৪৪)।"*

৬.০ যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভংগি

জীবন ও যৌনতার অকাট্য বাস্তবতাকে ইসলাম অকপটে স্বীকার করে। তবে পাশবিক বিশৃংখলাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনার মহান লক্ষ্যেই হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী স.-এর আবির্ভাব। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র সকল ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। যে যৌনক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব বংশের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ সে ক্ষমতা যেন যথার্থ স্থানে প্রবাহিত হয় অধিকন্তু সে তাড়নায় যেন মানুষ উন্মাদনার শিকার না হয়; সে জন্যই বিয়ে প্রথার প্রতি এতটা জোর দিয়েছে ইসলাম। শুধু তাই নয়, যে সব কারণে যৌনস্খলনের সৃষ্টি হয় সে সবেরও প্রতিবিধান করেছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। এক কথায় ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ আয়োজনকে করেছে একান্ত সহজ। যুবক সম্প্রদায়কে সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করার আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَإِنَّهُ، *'এতে করে দৃষ্টি আনত থাকবে আর গুপ্তাঙ্গ থাকবে পবিত্র।'* যে যৌন ক্ষমতার যথার্থ প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল মানব অস্তিত্ব ও তার পবিত্রতা সে যৌনতার ব্যাপারে স্খলনের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম। লোভাতুর দৃষ্টি ও অবাধ মেলামেশা যেহেতু যৌনাপরাধের মূল উৎস তাই এগুলো ইসলাম পরিস্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। সারকথা, ইসলাম মানুষের যৌনক্ষমতা ও তার কামনাকে স্বীকার করে। তবে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে পোষণ করে স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুশৃংখল ধারণা।

ইসলাম বিশ্বাস করে, মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। তাই তার যৌন ক্ষুধা নিবারণপদ্ধতি ও যৌনসম্পর্ক সকল কিছুই হবে অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। যে পথে যৌন কামনাও পূরণ হবে আবার সভ্যতা ভুলুণ্ঠিত হবে না। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ঘটবে না।

৭.০ বিবাহ অনুষ্ঠানে মানবিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধের অধোগতি যখন শুরু হয় তখন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিয়ে-সাদীর অনুষ্ঠানে এখন আর মানবিক ব্যাপারটি নেই। বিশেষত বিয়ের অনুষ্ঠানে এখন শুধু এমন লোকদেরকেই ডাকা হয় যাদের কাছ থেকে ভাল উপহার-উপঢৌকন পাওয়া যায়। গরীব-দুঃখীদের আর ডাকা হয় না। এমন কি গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও ডাকা হয় না। মহানবী স. সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছেন, شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ । অর্থ- *"এমন ওলীমা (বিবাহভোজ) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসে তাদেরকে বাধা দেয়া হয় এবং যারা আসতে রাজী নয় তাদেরকে দাও'আত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাও'আত (কবুল করা) পরিত্যাগ করল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল (মুসলিম, হা নং ৩৩৯০; আন-নববী, ১৯৮৫, ২২০-২২১)।"* যদি কোন অনুষ্ঠানে গরীবদেরকে উপেক্ষা করা হয় তা যেমনি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি ইসলামেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন ধরনের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে রাসূলুল্লাহ্ স. সর্বনিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলেছেন। তিনি বলেছেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ بِئْسَ । অর্থ- *"সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাও'আত করা হয় এবং গরীবদের পরিত্যাগ করা হয় (মুসলিম, হা নং ৩৩৮৫)।"*

৮.০ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মানবিক মূল্যবোধ

আজকাল প্রায়শই পত্রিকার পাতায় দেখা যায় যে, স্বামী-সংসার রেখে অন্য পুরুষের সাথে স্ত্রী উধাও। আবার এমন খবরও দেখা যায় যে, স্বামী তার প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে, যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে প্রহার করেছে বা তালাক দিয়েছে। পরকীয়ার সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ইসলামের যথাযথ শিক্ষা ও আদর্শের অভাবে এসব সংঘটিত হচ্ছে। একটি সুন্দর ও সুখী পরিবারের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেকে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে সংসারে নেমে আসে জান্নাতি পরিবেশ। আল-কুর'আনে (২:২২৮) বলা হয়েছে, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ । অর্থ- *"নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।"* অন্যত্র বলা হয়েছে, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ। অর্থ- *"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ (আল-কুর'আন,*

২:১৮৭)।" ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরিপুরক। কেউ অন্যজনকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোন অস্থায়ী ও ঠুনকো সম্পর্ক নয়। এটি স্থায়ী ও মধুর সম্পর্ক। অতএব কখনো এমন পরিস্থিতির দিকে যাওয়া যাবে না যাতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এক সময় তালাকের মত মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম হয়। হালাল কাজের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো তালাক। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, أَبْغَض الْحَلَال إِلَى الله الطلاق অর্থ- *"মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে (নিকৃষ্ট) ঘৃণিত হালাল কাজ হলো তালাক (ইবন মাজা, হা নং ২০১৮)।"*

৯.০ স্বামীর কর্তব্য ও স্ত্রীর অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের সহযোগী। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্ঠায় একটি সুন্দর সংসার গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিবার একটি সুখের নীড়ে পরিণত হয়। আবার কর্তব্য অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। পারিবারিক সুখ-শান্তি, কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য স্বামীর যে সব কর্তব্য পালন করা আবশ্যক, তা নিম্নরূপঃ

স্ত্রী স্বামীর পরিচারিকা নন, জীবন সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা ও ভালবাসার ভিত্তিতেই দাম্পত্য জীবন গড়া। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, পরিপূরক, পরিপোষক ও অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক ও মধুর ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। এতেই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَعَاشِرُوهُن بِٱلْمَعْرُوف । অর্থ -*"তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন কর (আল-কুর'আন, ৪:১৯)।"* স্ত্রীর অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। মহানবী স. বলেন, وَلَهُن عَلَيْكُم رِزْقُهُن وَكِسْوَتُهُن بِالْمَعْرُوْف *"তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৪৪৬-৪৪৭)।"* স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَسْكِنُوهُن مِن حَيْث سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُم وَلَا تُضَآرُّوهُن لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن । অর্থ- *"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে যে স্থানে বাস কর, তাদেরও সে স্থানে বাস করতে দাও, আর তাদের সঙ্কটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করবে* না (আল-কুর'আন, ৬৫:৬)।"

মোহরানার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান মত স্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং চুক্তিমত পুরোপুরি মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। এ প্রাপ্য প্রসন্নচিত্তে আদায় করতে হয়। মহান আল্লাহ (আল-কুর'আন, ৪:৪) বলেন, وَءَاتُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَـٰتِهِن نِحْلَة । অর্থ- *"তোমাদের স্ত্রীদের তাদের মোহর প্রসন্ন মনে দিয়ে দাও।"* আজকাল বেশি মোহর ধার্যের প্রতিযোগিতা করা হয়।

DOI: https://doi.org/10.65626/joird.v4i2a7

কিন্তু অনেকেই জানে না যে, স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশার পূর্বে এটি আদায় করে দেওয়া ফরয। নচেৎ পরীবর্তী সকল কিছু অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করতে হবে, নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ । অর্থ- *"তুমি স্ত্রীর মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, গালমন্দ করবে না এবং ঘর থেকে বের করে দেবে না* (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৪৪৭)।" সাম্প্রতিক সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষের ঘটনা পত্রিকার প্রতিদিনের খবরের অংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিয়ের প্রথম জীবনের আচরণ থেকে সরে আসেন এবং অন্যমূর্তি ধারণ করেন। তখন সংসার ভালোবাসার নীড়ের পরিবর্তে কুরুক্ষেত্রে রূপ নেয়। মানুষের মন মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। আবার অনেক সময় মানুষ ভুল করতেও পারে। স্ত্রীও একজন মানুষ হিসেবে মানবীয় দোষগুণ থেকে সেও মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় কোন চরম ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে সদুপদেশ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা (আল-কুর'আন, ৪:৩৪) বলেন, وَٱلَّٰتِى تَخَافُون فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ । অর্থ- *"যাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তাদের সদুপদেশ দাও।"* অনেকেই সংসারকে তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ঠুনকো সম্পর্ক মনে করে। তাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে কোন সময় লাগে না। এমন চেতনার লোকদের বিয়ের মত পবিত্র কাজে জড়ানো উচিত নয়।

স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদে হস্তক্ষেপ না করা স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। ইসলামে ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। নারীদেরও আয় উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার আছে। যেমন অধিকার আছে পুরুষের। ইসলাম যেমন নারীকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (আল-কুর'আন, ৪:৩২) বলেন, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ । অর্থ- *"পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য, আর নারীগণ যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য।"*

পরিবারের সুখ শান্তি রক্ষা এবং স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য স্বামীর চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ । অর্থ- *"তোমাদের কাছে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৪৭২)।"* অনেক পুরুষ নিজে সৎ না থাকলেও তিনি কামনা করেন যে, তার স্ত্রী সততায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। এসব মানসিকতা ঠিক নয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। একের কাছে অন্যের কিছুই গোপন থাকে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের গোপন ব্যাপার অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ।

অর্থ- *"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সর্বনিকৃষ্ট যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং সেও (স্ত্রী) তার (স্বামীর) নিকট গমন করে। তারপর সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গোপন বিষয়াদি (অন্যের কাছে) প্রকাশ করে (ইবন মাজা, ১৩৮৫ হি)"।*

কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে ইনসাফ করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা (আল-কুর'আন, ৪:৩) বলেন, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً । অর্থ- "তোমরা যদি ভয় কর যে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তা হলে একটি মাত্র বিয়ে করবে।" দোষে গুণে মানুষ। স্ত্রীও মানুষ। তার কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, তা ক্ষমা করে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ । অর্থ- *"তার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হলে, অন্য গুণের কথা স্মরণ করে সন্তুষ্ট হবে (মুসলিম, হা নং ১৪৬৯; ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৩২৯)।"*

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই একটি স্বপ্নের নীড় গড়ে ওঠতে পারে। স্ত্রীর কাছে ভাল ব্যক্তিই ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي । অর্থ - *"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে ভাল সে আসলেই ভাল। আমিও আমার স্ত্রীর কাছে ভাল (ইবন মাজাহ, ১৩৮৫ হি, হা নং – ১৯৭৭)।"* তাছাড়া স্বামীকে শান্তি ও সুখের স্বার্থে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- হাসি-খুশি থাকা, উপহার-উপঢৌকন দেওয়া, বেশি দিন প্রবাসে না থাকা, কঠোরতা প্রদর্শন না করা, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা ইত্যাদি।

১০.০ স্ত্রীর কর্তব্য ও স্বামীর অধিকার

পারিবারিক জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বামীকে যেমন কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তেমনি স্ত্রীকেও কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। স্ত্রীর কতকগুলো বিশেষ কর্তব্য নিম্নরূপঃ

পরিবারটি স্বামী-স্ত্রীর একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে উভয়েরই অবদান মূল্যবান। তবে পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে একজনের নেতৃত্ব মেনে চলা প্রয়োজন। নারীদের তুলনায় দৈহিক ও পকৃতিগতভাবে পুরুষ অধিক শক্ত-সমর্থ। সুতরাং পুরুষকেই যুক্তিসম্মতভাবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (আল-কুর'আন, ৪:৩৪) বলেন, اَلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ । অর্থ- *"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।"* আল্লাহ তায়ালা নারীদের ওপর পুরুষের মর্যাদা দিয়েছেন, তাই স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সম্মান দেওয়া। আল্লাহ পাক (আল-কুর'আন, ২:২২৮) বলেন, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ । অর্থ- *"নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।"* মহানবী স. এ সম্বন্ধে বলেছেন, لَو كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا । অর্থ- *"আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিলে, স্ত্রীকে স্বামীর*

উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম (ইবনু মাজাহ, হা নং ১৮৫৩; ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৭৬)।"

স্বামীকে সন্তুষ্ট করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনে নফল 'ইবাদত সংক্ষিপ্ত করা যায়। স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে নফল 'ইবাদত করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। স্বামীকে সন্তুষ্ট করা অন্যতম 'ইবাদত। স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে মহানবী স. বলেন, وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ । অর্থ- *"যার হাতে মুহাম্মদ স.-এর জীবন, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে স্বামীর হক আদায় করে না সে তার প্রতিপালকের হক আদায় করে না (ইবন মাজাহ, ১৩৮৫ হি, হা নং ১৮৫৩)।"* স্ত্রীকে স্বামী, সন্তান সবার জন্য কাজ করতে হয়। স্বামীর সেবা করতে হয়, সন্তানদের পরিচর্যা করতে হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্বই থাকে স্ত্রীর ওপর। নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। জাঁতায় গম পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যেত। স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ । অর্থ- *"স্ত্রী স্বামীর পরিজনবর্গ ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী। তাকে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে (বুখারী, ৭১৩৮; তিরমিযী, ২০০০)।"*

নিজের সতীত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর পবিত্র দায়িত্ব। সতী সাধ্বী ও উত্তম চরিত্রের রমণীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তা'আলা (আল-কুর'আন, ৪:৩৪) বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ । অর্থ- *"সৎকর্মশীল রমণীরা (স্বামীদের) অনুগত হয়, (স্বামীদের অনুপস্থিতিতে) আল্লাহ যা হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হিফাযত করে।"* এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ স.-ও বলেন, وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ । অর্থ- *"যদি সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে আন্তরিকতার সাথে তার আত্মাকে হিফাযত করবে (আবুদাউদ, হা নং ১৬৬৪; ইবন মাজাহ, ১৩৮৫ হি)।"* যে কোন অবস্থায় স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীসে আছে, إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فَلْتَأْتِهِ وإن كانت على التَّنُّور । অর্থ- *"যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহবান করে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যদিও সে তন্দুরে পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ২৩; তিরমিযী, ২০০০)।"* সবসময় স্বামীর অনুগত ও বাধ্য থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে স্বামীর নিরুদ্ধাচারন করবে না। স্ত্রী স্বামীর বাধ্য ও অনুগত না থাকলে সংসারের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

পর্দা গ্রহণ করা এবং শালীনতা রক্ষা করে চলা সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদের নিদর্শন। বিশেষ করে বাইরে যেতে হলে আবরু ইজ্জত রক্ষা করে চলা উচিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ

তা'আলা বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ । অর্থ- *"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন (বাইরে চলা কালে) শরীরে অতিরিক্ত কাপড় টেনে নেয় (আল-কুর'আন, ৩৩:৫৯)।"* মহিলাদের অশালীন পোশাক পরে বাইরে ঘোরা-ফেরা করা উচিত নয়। এতে পুরুষের পশুবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং নানা ধরনের অঘটন ঘটে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ । অর্থ- *"তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং আগের অজ্ঞতার যুগের (রমণীদের) ন্যায় সাজ-গোজ করে বাইরে যেও না (আল-কুর'আন, ৩৩:৩৩)।"* অনেক সময় নারীদের মিষ্টি কথা-বার্তায় চরিত্রহীন পুরুষেরা প্রলুব্ধ হয় এবং আকৃষ্ট হয়। তারা কুমতলব হাসিলের বাহানা খুঁজে। বিশেষ করে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এমনটি বেশি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়ে বলেন, يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا। অর্থ- *"তোমরা যদি ধর্মপরায়ণা হও তবে (পরপুরুষের সাথে) মোলায়েম স্বরে কথা বলবে না, কারণ এতে যার মধ্যে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে। বরং স্বাভাবিক সৌজন্যের সাথে কথা বলবে (আল-কুর'আন, ৩৩:৩২)।"*

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে কোন কিছু গোপন থাকে না। কিন্তু স্ত্রীর গোপন বিষয় যেমন স্বামীর জন্য অন্য কারও কাছে প্রকাশ করা কোন মতেই বৈধ নয়, ঠিক তেমনি স্ত্রীও স্বামীর কোন গোপন কথা বা গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা পবিত্র আমানত। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামী সন্তুষ্ট থাকলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকলে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ । অর্থ- *"যে স্ত্রীলোক এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাত লাভ করবে (ইবন মাজাহ, ১৩৮৫ হি, হা নং ১৫৯৮)।"* মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী। দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিলে বহন করা সহজ হয়। কোন রকম দৈব দুর্বিপাকে স্বামীর দৈহিক বা আর্থিক সামর্থ্যরে হানি ঘটলে, স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করবে। পূর্বের অবদান ও ভালবাসার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ থাকবে। অক্ষম স্বামীকে মোহরের ঋণভার থেকে মুক্তি দেওয়া স্ত্রীর নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আ'আলা বলেন, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا। অর্থ- *"স্ত্রীগণ সানন্দে স্বেচ্ছায় মোহরের কিছু অংশ দান করে দিলে, তোমরা তা সন্তুষ্ট চিত্তে খেতে পার (আল-কুর'আন, ৪:৪)।"* স্বামী হল পরিবারের কর্তা বা নেতা। নেতার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বামীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ যথেচ্ছভাবে ব্যয় করবে না। হ্যাঁ, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে

স্বামীরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। যথেচ্ছ ব্যয় নিষেধ করে মহানবী স. বলেন, زَوْجِهَا بِإِذْنِ إِلَّا بَيْتِهَا مِنْ شَيْئًا الْمَرْأَةُ تُنْفِقِ وَلَا ، । অর্থ- *"স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার গৃহ থেকে কিছু ব্যয় করবে না (ইবন মাজাহ, ২৩৯৮; তিরমিযী, ২০০০)।"*

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল হতে পারে; রাগ-বিরাগ হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বামী যেমন স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না, স্ত্রীও তেমনি স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না। কারণ ঘর থেকে বের হয়ে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষও জড়িত হয়ে পড়ে। এতে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে। এ ধরনের স্ত্রী লোকের ওপর মহান আল্লাহর রহমত থাকে না।

উপরোক্ত কর্তব্য ছাড়াও সংসারে একটি মানবিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রীকে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- স্বামীর আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, স্বামীর উপহারে সন্তুষ্ট হওয়া, মৃত স্বামীর কর্য পরিশোধ করা, 'ইদ্দত পালন, অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা, দু'আ করা, ইয়াতীমদের লালন-পালন ইত্যাদি।

১১.০ ইসলামী মূল্যবোধে পিতা-মাতার কর্তব্য

সন্তানের যেমনি পিতা-মাতার প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে তেমনি পিতা-মাতারও সন্তানের প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে এ দায়িত্ব পালন করলেই সমাজের ভারসাম্য স্থিতিশীল থাকে। নচেৎ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তখন অন্যান্য জায়গায়ও এর ধাক্কা লাগে। সন্তানের সাথে আচরণেও সম্মান বজায় রাখতে হবে। তারা ছোট বলে তাদেরকে অসম্মানজনক কোন কথা বা আচরণ করা যাবে না।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যের অন্যতম হলো তাদের সুন্দর নাম রাখা। আজকাল যে সব নাম রাখা হয় তাতে অনেক সময় বুঝা যায় না যে, এটি মানুষের নাম না কি অন্য কোন প্রজাতির নাম। অথচ ইসলাম সুন্দর নাম রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ। অর্থ- *"আল্লাহর কাছে 'আবদুল্লাহ্ ও 'আবদুর রহমান নাম বেশী পছন্দ* (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং- ৩৯৭৫)।" বিশ্বনবী স. একবার বলেছেন, أسمائكم فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُدْعَوْنَ । অর্থ- *"তোমাদেরকে (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের নাম ধরে এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ (আবূ দাউদ, ৪৯৪৮; ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ১৯৪)।"*

সমাজে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হঠাৎ করে আসে না। প্রতিটি শিশুকে তার শৈশব কাল থেকে মূল্যবোধসমূহ শেখাতে হয়। আর এ কাজ প্রধানত মা-বাবাকেই করতে হয়। তাহলেই পরিণত বয়সে মানবিক মূলবোধে উজ্জীবিত মানুষ পাওয়া যাবে। সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো মা-বাবার প্রধানতম দায়িত্ব। আজকাল সন্তানরা বিপথগামী হওয়ার আরেকটি কারণ হলো এই যে, তাদের মনমানসিকতা বুঝার চেষ্টা করা হয় না। এজন্য তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,أدبهم وأحسنوا أولادكم أكرموا। অর্থ- *"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান কর এবং তাদের শিষ্টাচারকে সুন্দর কর (ইবন মাজাহ, ১৩৮৫ হি, হা নং- ৩৬৭১)।"* দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের মা-বাবারা সন্তানকে কোন কিছু শেখান বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাদের চিন্তার পুরোটা জুড়ে থাকে বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি। যার কারণে যে মানের মানুষ তৈরী হওয়ার কথা সে মানের লোকই তৈরী হচ্ছে। মানুষের বৈষয়িক উন্নতি অবশ্যই পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। কিন্তু কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া মানবিক মূল্যবোধে বলিষ্ঠ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানুষ সাধারণত পরিণত বয়সে তা-ই করে যা সে ছোট বেলায় পরিবারে শিখে। এ জন্য পরিবারে বড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের আদব-আখলাক গঠনে উদ্যোগী হতে হয়। বস্তুত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা-ই করুক না কেন সুন্দর চরিত্র, শিষ্টাচার ও আদবের ওপর আর কোনটির স্থান হতে পারে না। সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো হলো পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ । অর্থ- *"কোন বাবা তার সন্তানকে মার্জিত শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারে না (তিরমিযি, হা নং- ১৯৫২; ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৪১২)।"* অন্য একটি হাদীসে সন্তানকে আদব-কায়দা শেখানোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান করার সমান সম্মান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع । অর্থ- *"মানুষ যেন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শেখায় কেননা তা এক সা'আ পরিমাণ সাদাকা করার চেয়ে উত্তম (তিরমিযি, হা নং- ২০৭৮; ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৯৬)।"* রাসূলুল্লাহ্ স. যে যুগে এ কথা বলেছেন তখন এক সা'আ অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় সম্পদ ছিল। তাছাড়া তখন মানুষের আর্থিক অনটন জীবনের সংগী ছিল। অতএব তখনকার যুগে এ কথার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। এ যুগেও হাদীসের গুরুত্ব সামান্যতম হ্রাস পায়নি। বরং শিষ্টাচার শেখানোর প্রয়োজনীয়তা যে কোন সময়ের চেয়ে এখন আরো অনেক বেশি। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, সন্তানকে সভ্যতা-ভদ্রতা শিখানো পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহভীতির পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো সংসারের লোকদের আদব শিক্ষা দেয়া। মহানবী স. সে

প্রসংগে বলেছেন, "*তোমরা নিজকে এবং পরিবার-পরিজনকে আল্লাহভীতির সামনে দাড় করাও এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও* (বুখারী, ২০০০)।"

কন্যা সন্তানদের শিষ্টাচার শেখানোকে ইসলাম আরো বেশী মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি এমন বাবা-মাদের জন্য জান্নাতের অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ । অর্থ- "*যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন-পালন করল তারপর তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো এবং বিয়ে দিল ও তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করল তার জন্য জান্নাত (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৬৭)।*"

১২.০ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

আল্লাহর 'ইবাদতের পর যাদের প্রতি মানুষের বেশী কর্তব্য পালন করতে হয়; তারা হলেন মাতা-পিতা। কুর'আন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে আল্লাহর 'ইবাদতের পর মানুষের সর্বপ্রথম কাজ হলো মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ। যেমন- কুর'আনে বলা হয়েছে, لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ । অর্থ- "*তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে (আল-কুর'আন, ২:৮৩)।*" আরেক স্থানে বলা হয়েছে, وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ । অর্থ- "*তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-পতিবেশ্রী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে* (আল-কুর'আন, 8:৩৬)।" আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا -- وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا-

অর্থ- "*তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন (আল-*

কুর'আন, ১৭:২৩, ২৪)।" মা-বাবার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা শিরক এর নির্দেশ দেয়। কোন অবস্থায়ই শিরক করা যাবে না কিন্তু ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বলেছেন, وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا । অর্থ- *"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না (আল-কুর'আন, ২৯:৮)।"* আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا । অর্থ- *"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা শোন না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে (আল-কুর'আন, ৩১:১৫)।"*

আল্লাহর পছন্দের কাজগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সদাচরণ অন্যতম। হাদীসে এসেছে,

أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

আবূ 'আবদির রাহমান 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি মহানবী স.-কে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বললেন: যথা সময়ে সালাত আদায়। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ (বুখারী, হা নং ২৫৯১; আন-নববী, ১৯৮৫, ২৩৪)।" আমরা জানি মহানবী স. এমন কোন সাহাবীকে জিহাদে যেতে দিতেন না; যার মা অসুস্থ। বরং তিনি বলতেন: বাড়ি ফিরে যাও, মায়ের সেবা কর, সেটাই তোমার জিহাদ। হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ " أَحَىٌّ وَالِدَاكَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী স.-এর সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরত করার বাই'আত করতে চাই এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বললেন: তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ, বরং উভয়ই (জীবিত আছে)। তিনি বললেন: এরপরও তুমি

আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হাঁ, তিনি বলেন: পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং ২৫৪৯)।" ইসলাম কতটা মানবিক জীবনাদর্শ তা এ ঘটনা থেকে আবার উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের অভ্যুত্থান মূলত মানবতার জন্য। আর সে মানুষটি গর্ভধারিনী মা হলে তো কথাই নেই।

মা-বাবার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ অন্য কোন 'ইবাদতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিচের হাদীস তার প্রমাণ। মহানবী স. বলেছেন, *"মা-বাবার প্রতি সদাচরণকারী সাওম পালনকারী ও নামাযীর মত (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ৩৫১)।"* সিংহভাগ ব্যয় করতে হবে মাতা-পিতার জন্যে। ব্যয় শুরু করতে হবে মাতা-পিতাকে দিয়ে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, مَاذَا يَسْـَٔلُونَكَ يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ । অর্থ- *"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য (আল-কুর'আন, ২:২১৫)।"*

ইসলামে সন্তানের কাছে মাতা-পিতার গুরুত্ব এত অধিক যে, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। বিশ্বনবী স. বলেছেন, رِضَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ । অর্থ- *"পিতার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। আর পিতার অসন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ভর করে (তিরমিযী, ২০০০, হা নং ১৮৯৯)।"* অর্থাৎ সন্তানের ওপর তার মা-বাবা খুশি থাকলে ঐ সন্তানের ওপর আল্লাহও খুশী থাকেন। আর সন্তানের ওপর মা-বাবা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহও সে সন্তানের ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন। অতএব মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে ইহকাল-পরকাল কিছুই পাওয়া যাবে না। মা-বাবা হলো সন্তানের জন্য এক পরীক্ষাস্বরূপ। তাদের সাথে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে সন্তান জান্নাত পাবে না কি জাহান্নাম? মহানবী স. একদা বললেন, رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ". قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ । অর্থ- *"ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং ২৫৫১)।"* আরবী ভাষায় নাক ধুলি-মলিন হওয়া চরম অপমানজনক কথা। কেউ পিতা-মাতার মত নি'আমত পেয়েও তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত নিশ্চিত করতে না পারা তার জন্য চরম হতাশা আর বদ-নসীব ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার এককভাবে মায়ের প্রতি কর্তব্য অনেক বেশি। হাদীসে আছে,

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَنْ أحقُّ الناس بِحُسن صَحَابَتِي؟ قال: «أمك» قال: ثم مَنْ ؟ قال: «أمك»، قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك»، قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبوك

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ স. এর নিকট আসল এবং জিজ্ঞাসা করল- *"কাকে আমি বেশি সৌজন্যতা দেখাবো? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ স.) বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং ৬৬৬৪)।"* সত্যিই সন্তানের জন্য মা যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেন তার কোন তুলনা হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ । অর্থ- *"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (আল-কুর'আন, ৩১:১৪)।"*

আল্লাহ্ তা'আলা যে ঘৃণ্য কাজগুলোকে হারাম করেছেন তার মধ্যে প্রথম সারির একটি হলো মায়ের অবাধ্যতা। অন্য কথায় কবীরাহ্ গুনাহর মধ্যে পিতা-মাতার অবাধ্যতা অন্যতম। মহানবী স. বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ । অর্থ- *"আল্লাহ্ মায়েদের অবাধ্যতা অবৈধ করে দিয়েছেন (বুখারী, হা নং- ২৪০৮)।"* যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পিতা-মাতা আল্লাহর সাথে শিরক করতে না বলবে ততক্ষণ তাদের বাধ্য থাকা ফরয। যদি শিরক করতে বলে তাহলে তা করা যাবে না। তবে ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। মা-বাবাকে কখনো গালি দেয়া যাবে না। ইসলামী আদর্শে কাজটি মারাত্মক ও জঘন্য। বিশেষত এমন সন্তানদের মহান আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। মহানবী স. বলেছেন, *"যে মা-বাবাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন (ইবন হাম্বল, ১৮৯৫, ১০৮, ২১৭, ৩০৯)।"*

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব এত বেশী যে, তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথেও ভাল ব্যবহার ও সম্পর্ক ধরে রাখার গুরুত্ব অন্য অনেক কাজের চেয়ে বেশি। মহানবী স. বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ *"কোনো ব্যক্তির পক্ষে সৎকাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৎকাজ হল পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং- ৬৬৭৯)।"* পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবগণ পিতা-মাতার মতই শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, ভাল ব্যবহার করতে হবে, খোঁজ-খবর নিতে হবে। তাহলে প্রকারান্তরে পিতা-মাতার সাথেই ভাল আচরণ করা হবে।

১৩.০ উত্তরাধিকার বন্টনে মূল্যবোধ

ওসিয়ত করার মধ্যে বৈধ-অবৈধের ব্যাপার রয়েছে। ইচ্ছে করলেই কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে পুরোটুকু দিয়ে দিতে পারে না। এতে করে সারা জীবন কোন ব্যক্তি যে সব ভাল কাজ করেছিল তা সব বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, *"কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায়। তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।"* অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) পাঠ করলেন (আল-কুর'আন, ৪:১২), *"এটি যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহ্র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এ সব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটি মহাসাফল্য (নদভী, ২০০২, ১১০)।"* একটি লোক যত সাওয়াবের কাজই করুক না কেন মানুষকে ঠকালে আল্লাহর কাছে তার কোন ক্ষমা নেই।

১৪.০ বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

তালাকপ্রাপ্তা এবং পরিত্যক্তা নারীরা বড় অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা পিতা বা ভাই-বোনের সংসারে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করা একান্ত জরুরী। তাদেরকে আপন করে নিতে হবে, সংগ দিতে হবে এবং আশ্বস্ত করতে হবে। যারা বিধবাদের জন্য কিছু করে রাসূলুল্লাহ্ স. তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ । অর্থ- *"বিধবা ও মিসকীনের জন্য প্রচেষ্টাকারীর মর্যাদা মুজাহিদের ন্যায় (মুসলিম, ১৩৭৬ হি, হা নং ২৯৮২)।"* বিধবাদের মতামত নিয়ে তাদের আবার বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই।

১৫.০ উপসংহার

ইসলাম পারিবারিক জীবনের সফলতা ও শান্তির জন্য আইনগত বিধানের পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দেয়। ফলে মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক হয় আন্তরিক ও সত্যিকারার্থে সুন্দর ও কল্যাণকর। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা-মাতার ও সন্তানের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি ও যথাযথ উত্তরাধিকার বণ্টনে অশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল স.-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে পারিবারিক সম্পর্ক পরিচালনা করা ইসলামের মৌলিক দিকগুলির মধ্যে পড়ে। ইসলামের এই মূল্যবোধগুলি

আমাদের জীবনে সঠিকভাবে অনুসরণ করলে, আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারব, যা পরিশেষে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়া, ইসলামী আদর্শে মানবিক আচরণ একটি মূল ভিত্তি, যা আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল, ন্যায়বান এবং পারস্পরিক ভালোবাসার পরিবেশে পরিণত করতে সাহায্য করবে।

Authors' Declaration

We declare that the submitted manuscript is our original work and has not been published, nor is it under consideration for publication elsewhere. All sources have been appropriately cited, and the work is free from plagiarism, falsification, and fabrication. Any use of Artificial Intelligence (AI) tools in preparing this manuscript has been transparently disclosed, and full responsibility for the content rests with the authors.

তথ্যসূত্র

আত তিবরিযি, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ আল-খতীব, *মিশকাত আল-মাসাবীহ,* দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৫৬।

আন-নববী, ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া, *রিয়াদুস্ সালিহীন* (সম্পা আবদুল মান্নান তালিব ও মুহাম্মাদ মূসা), ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫।

আল-কুর'আন।

আল-বুখারী, ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী,* রিয়াদ: দারুস্ সালাম, ২০০০।

ইবনু মাজাহ, ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ আল-কাযবীনী, *আস-সুনান লি ইবন মাজাহ,* দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.।

ইবনু হাম্বল, ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ, *আল-মুসনাদ,* কায়রো: মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫।

কুতুব, মুহাম্মাদ, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম,* (সম্পা: ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮।

দারিমী, ইমাম, *আস-সুনান,* বৈরূত: দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১২৯৩ হি.।

নদভী, জলীল আহসান, *রাহে আমল* (অনু এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার), ঢাকা: মুরাদ পাবলিকেশন্স, ২০০২।

মুসলিম, ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ,* দিল্লী: আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুরআন,* ২য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (তা.বি)।